কাশীরাম দাসের মহাভারত

রচয়িতা : কাশীরাম দাস।

রচনাকাল : সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

কোন জাতীয় গ্রন্থ : অনুবাদ কাব্য।

বিষয়বস্তু : অষ্টাদশ পর্বে রচিত মহাভারতের বিরাট পর্ব পর্যন্ত কাশীরাম দাসের রচনা বলে অনেকে মনে করেন। — 'আদি-সভা-বন-বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর'।

মহাভারতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতি এই অংশে বর্ণিত হয়েছে।

কেন উল্লেখযোগ্য : ১. বাংলায় রচিত মহাভারত রচনার এক অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের অধিকারী হলেন কাশীরাম দাস।

২. ব্যাস রচিত মহাভারতের অনুসরণে কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারত রচনা করেন। তা সত্ত্বেও এই দুই কাব্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

Scanned with CamScanner

৩. বাংলা মহাভারতের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালিয়ানা সৃষ্টি করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

৪. আদি-সভা-বন-বিরাট পর্ব কাশীরাম দাসের রচনা বলে মনে করা হয়। পরবর্তী কিছু অংশ কবির ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম রচনা করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।

৫. মহাভারত কথাকে বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার মতো দুষ্কর কাজটি তিনি করেছিলেন।

৬. কাশীদাসী মহাভারতে ব্যাসরচিত মহাভারতের বিদুলার তেজস্বিতার কাহিনী, রুরু প্রমদ্বরার উপাখ্যান এবং বঞ্চ পরায়ণ ব্রাহ্মণের শক্তুযজ্ঞ ইত্যাদি বর্জিত হয়েছে।

৭. শ্রী বৎস চিন্তার কাহিনী, অকালে আম্রের বিবরণ, জনা-প্রবীরের কাহিনী, ভানুমতী ও লক্ষ্মণের স্বয়ংবর কাহিনী ইত্যাদি কাশীরামের নিজস্ব সংযোজন।

৮. কাশীরাম দাস তাঁর অসাধারণ প্রতিভাবলে বীরত্ব ও সংগ্রামের প্রাচীন কথাকে বাঙালির জীবনকাব্যে পরিণত করেছেন।

৯. কাশীরামের হাতে শৌর্যশালী ভীম ও অর্জুন হয়েছেন বাঙালি বীর, আদর্শবাদী সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির হয়েছেন বাঙালি গৃহজীবনের সৎ নিষ্ঠাবান অগ্রজ, দ্রৌপদী হয়েছেন আদর্শ বাঙালি গৃহবধূ।

১০. কাশীদাসী মহাভারতে ত্রিপদীর নিপুণ প্রয়োগ ঘটেছে। লঘু ত্রিপদীর সঙ্গে দীর্ঘ ত্রিপদীর সার্থক ব্যবহার ঘটিয়েছেন কাশীরাম দাস।

Scanned with CamScanner

১২। কাশীরামের মহাভারতের নাম কি ? তাঁর কাব্য রচনার উৎস সম্পর্কে কী জানা যায় ? তাঁর মহাভারতের মৌলিকতা আলোচনা করো।

উত্তর 'ভারত পাঁচালী'। মেদিনীপুর জেলার আউসগড়ের জমিদার বাড়িতে শিক্ষকতা করার সময় কথকদের মুখে মহাভারত শুনে তাঁর অনুবাদের ইচ্ছা জাগে।

কাশীরাম মূল মহাভারত ছাড়াও বিভিন্ন পুরাণ উপপুরাণ থেকে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। যেমন— 'শ্রীবৎস চিন্তার উপাখ্যান', 'পারিজাত হরণ' ইত্যাদি। 'শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য', 'একাদশী মাহাত্ম্য' ইত্যাদি কাশীরামের নিজস্ব সংযোজন। মহাভারতের নীল রাজার কাহিনী কাশীরামের রচনায় নীলধ্বজ জনা কাহিনীতে রূপান্তরিত। এইভাবে কীশারাম তাঁর রচনার মৌলিকতা প্রদর্শন করেছেন।

১৩। কাশীরাম দাসের মহাভারতে বাঙালিয়ানার প্রকাশ ঘটেছে কেমন ? ব্যাসদেবের মহাভারত ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের পার্থক্যগুলি আলোচনা করো।

উত্তর কাশীরাম দাসের মহাভারতে ভীম-অর্জুন মূল মহাভারতের ভীম-অর্জুনের মতো বীরত্বের প্রতিমূর্তি নন, বরং অনেকটা নমনীয়। দ্রৌপদীও বাঙালী গৃহবধূ। দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার কলহ আজকালকার দিনের সতীন কলহকে মনে করিয়ে দেয়।

কাশীরামের মহাভারত ব্যাসদেবের মহাভারতের অনুসরণে রচিত এবং উভয়ের পর্ব সংখ্যা সমান কিন্তু পর্বনামগুলি এক নয়। কাশীদাসী মহাভারতের গদাপর্ব ব্যাস মহাভারতে নেই। ব্যাস মহাভারতের অনুশাসন পর্ব কাশীদাসী মহাভারতে নেই। ব্যাস মহাভারতের মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহন —কাশীদাসী মহাভারতের একত্রে স্বর্গারোহন পর্ব। কাশীদাসী মহাভারতে মূল গ্রন্থের বিদূর কাহিনী নেই। ব্যাস মহাভারতে শ্রীবৎস চিন্তা, জনা প্রবীরের কাহিনীর অস্তিত্ব নেই।

১৪। কাশীরাম দাস কোন্ সময়ে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? তাঁর প্রকৃত পদবী কী ছিল ? 'দাস' পদবী গ্রহণ করার কারণ কী ? কাশীরাম দাসের গুরুর নাম কী ? মাইকেল মধুসূদন কাশীরাম দাসের সম্পর্কে কি বলেছেন ?

উত্তর কাশীরাম দাসের জন্মকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য না পাওয়া গেলেও তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

কাশীরাম দাসের প্রকৃত পদবি ছিল 'দেব'। বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন বলে 'দাস' পদবি গ্রহণ করেন।

কাশীরাম দাসের গুরুর নাম —অভিরাম মুখুটি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাশীরাম দাস সম্পর্কে বলেছেন— 'হে কাশী কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান।'

Scanned with CamScanner

হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা মহাভারতের একজন শক্তিশালী কবির রচনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

কাশীরাম দাস (দেব)॥

কৃত্তিবাসের সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হইয়া এই কায়স্থ-কবি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন। মধ্যযুগে বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের মতো অখণ্ড ও অক্ষুণ্ণ গৌরব এবং জনপ্রিয়তা লাভ আর কোন্ কবির ভাগ্যে সম্ভব হইয়াছে? বস্তুতঃ বাঙালীর সমস্ত জাতি-মানস, ব্যক্তি-জীবন, সামাজিক আদর্শ ও নীতি-কর্তব্যকে এই দুইজন কবি যে-ভাবে প্রভাবিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে ব্যাস-বাল্মীকির মতো আর্ষ কবি বলিতে ইচ্ছা করে।

অবশ্য কাশীরামের নামে প্রচলিত অষ্টাদশ পর্বে সুগ্রথিত বৃহৎ মহাভারতের কতটুকু তাঁহার নিজের রচনা, কতটুকু তাঁহার পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র-জামাতার সংযোজনা, কতটুকুই-বা অন্যকবির লেখনীর ফসল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাশীরাম অনেকের গৌরব নিজে আত্মসাৎ করিয়া কবিখ্যাতির স্তূপীকৃত ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছেন—এমন কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন। সে যাহা হউক, কাশীরাম দাসের নামের এমন মহিমা যে, অনেক ছোট-বড়ো কবির রচনা তাঁহার কাব্যে আত্মদান করিয়া ধন্য হইয়াছে। মধুসূদন বলিয়াছিলেন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
হে কাশী, কবীশ দলে তুমি পুণ্যবান॥

সেই কাশীরাম এই অপার্থিব পুণ্যফল সমগ্র বাঙালী জাতিকে ন্যাস স্বরূপ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভারত-পাঁচালীতে যতই ভেজাল চলিয়া যাক না কেন, তবু তাহার গৌরব ও মহিমার খর্বতা ঘটে নাই।

একদা কাশীরামের জন্মস্থান, সন-তারিখ, কাব্যে প্রক্ষেপ ইত্যাদি লইয়া বেশ প্রখর আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল। এখনও যে সে বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। প্রথমে কাশীরামের পরিচয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

কাশীরাম তাঁহার মহাভারতের দুই-চারি স্থলে নিজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বংশ-পরিচয় অন্য উৎস হইতেও সংগ্রহ করা যায়।

Scanned with CamScanner

তাঁহারা তিনি ভাই—কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর দাস—কাশীরামের অগ্রজ ও কনিষ্ঠের কাব্যও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তাঁহাদের কিছু কিছু কৌলিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমস্ত মিলাইয়া তাঁহার পরিচয় ও সন-তারিখ সম্বন্ধে একপ্রকার মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায়। কোন কোন পুঁথিতে তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গি গ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালি প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

ইন্দ্রানীর অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে তাঁহাদের বাস, কবির জন্ম হইয়াছিল কায়স্থ বংশে। প্রিয়ঙ্কর দাসের পুত্র সুধাকর, তাঁহার পুত্র কমলাকান্ত কমলাকান্তের তিন সন্তান—কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর। কৃষ্ণপাদপদ্মে মধুকর হইবার অন্য মধ্যম পুত্র কাশীরাম ভারত-পাঁচালী রচনা করেন—ইহাই তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়।

আর একস্থলে তিনি নিজ গুরু বা শিক্ষকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন :

হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখুটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজপাদপদ্মে॥

মুখুটি বংশোদ্ভব অভিরামের আশীর্বাদে কবি কাব্যরচনায় ব্রতী হন। আর একস্থলে তাঁহার উপাধি যে 'দেব' তাহাও বলিয়াছেন :

মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

কিন্তু তাঁহারা তিনভাই-ই পুঁথিতে প্রায় সর্বত্র 'দেব' স্থলে 'দাস' ব্যবহার করিয়াছেন—বোধহয় বৈষ্ণব পদকর্তাদের অনুসরণে। কারণ ধর্মবিশ্বাসের দিক হইতে তাঁহারা পুরামাত্রায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন ছিলেন।

Scanned with CamScanner

সার্থক প্রতিনিধি কাশীদাসী মহাভারতের গৌরবময় স্থান অবশ্যস্বীকার্য। ব্যাসভারত ও জৈমিনি ভারতের কাহিনীর প্রভাবে কাশীরামের নামে প্রচলিত মহাভারতের কাহিনীপর্যায় বিন্যস্ত হইয়াছে। কবি যদিও সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, কোনও কোনও স্থলে মৌলিক গল্পও গ্রথিত করিয়াছেন (যেমন শ্রীবৎস-চিন্তার কাহিনী), তবু মূল মহাভারতীয় কাহিনীর রস ইহাতে প্রায় কোথাও খর্ব হয় নাই। কৃত্তিবাসের রচনায় যেমন একটা সরল পাঁচালীর লক্ষণ আছে, কাশীরামের রচনা সেইরূপ পাঁচালীজাতীয় হইলেও, তাহার ভাষাভঙ্গিমায় ক্লাসিক তৎসম শব্দাঢ্য গ্রন্থননৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসনীয়। এখানে কবির কৃতিত্ব হিসাবে দুইটি রূপবর্ণনা উল্লিখিত হইল—

অর্জুনের রূপবর্ণনা—

অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি আনন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগ নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুলম্বিত॥

দুর্যোধন-কন্যা লক্ষ্মণার রূপ বর্ণনা—

অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমল-প্রিয়বন্ধু॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর-রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অঞ্জন চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা॥
খঞ্জনগঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রঞ্জিত।
শুকচঞ্চু নাসা শ্রুতি গৃধিনী নিন্দিত॥
নির্ধূমাগ্নি কিম্বা যেন রচিল বিদ্যুতে।
বালাসূর্য উদয় হইল পূর্বভিতে॥

এখানে কবি রূপবর্ণনায় সংস্কৃত অলঙ্কারকে প্রায় হুবহু নকল করিয়াছেন—এবং এইজন্য কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কাশীরামের মৌলিকতা কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো প্রশংসনীয় নহে। কৃত্তিবাস সহজ গ্রামীণ চিত্রকল্পের দ্বারা

Scanned with CamScanner

এক একটি পূর্ণচিত্র ফুটাইয়া তুলিতেন। সেদিক দিয়া কাশীরাম বিশেষ মৌলিকতা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু কাশীরাম যখন কাব্যরচনা আরম্ভ করেন, তাহার কিছু পূর্ব হইতে চৈতন্য প্রভাবের ফলে উত্তরাপথের আদর্শ, বিশেষত তৎসম শব্দ মধ্যযুগীয় গ্রামীণ বাংলা কাব্যচ্ছন্দকে বিশেষভাবে রূপান্তরিত করিতেছিল। কাশীরাম এই পর্বের কবি। কাজেই স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁহার রচনায়, ভাষাপ্রয়োগ ও অলঙ্কার সন্নিবেশে উত্তরাপথের প্রভাব অধিকতর অনুভূত হইবে। ক্লাসিক সাহিত্য, বিশেষত অনুবাদাশ্রয়ী ক্লাসিক মহাকাব্যে এইরূপ আভিধানিক শব্দের (যেমন 'চলৎচপলা', 'কমলাংঘ্রিতল', 'নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতিঃ' প্রভৃতি) বাহুল্য ঘটাই স্বাভাবিক। মূল মহাভারতীয় রস ও ধ্বনি-ঝঙ্কার যতটা অনুবাদ-কাব্যে রক্ষা করা সম্ভব, কাশীরাম তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কাজেই মহাভারতের প্রথম চারিপর্বে তৎসম শব্দের সুবিহিত প্রয়োগের চেষ্টাকে কৃত্রিম বলা উচিত নহে। ক্লাসিক মহাকাব্য, বিশেষত Epic of Art বা পৌরাণিক যুগের মহাকাব্যের রচনায় এইরূপ একটা ঝঙ্কারমুখর শব্দশৃঙ্খলার প্রয়োজন। কাশীরাম সেই জাতীয় কৃত্রিম কাব্যকলার অনুসরণ করিয়াছেন, এইরূপ কাব্যে যাহার প্রয়োগ অস্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনায় তিনি তৎসম শব্দবহুল যে ঘনপিনদ্ধ বাক্‌রীতি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য :

সহস্র মস্তক শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র মুকুটমণি কিরীট ভূষণ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহ নয়নে রবি সহস্র মণ্ডল॥
বিবিধ আয়ুধ ধরে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে কত শশধরে॥
সহস্র সহস্র হেন সূর্যের উদয়।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি শোভিত হৃদয়॥

ইহার সঙ্গে গীতার

অনেক বক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেক দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্॥

কিংবা

Scanned with CamScanner

পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত হুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥

প্রভৃতি গাঢ়ক্ষর বাক্‌সংহতি যৎকিঞ্চিৎ উপমিত হইতে পারে। তাঁহার কোন কোন উক্তি প্রায় সূক্তির মতো সংযত ও ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। যেমন—

আপন অর্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন হস্তে সমুচিত নয়॥

ইহা সংস্কৃত "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্"-এর চমৎকার অনুবাদ। কিংবা—

প্রলয়সমুদ্র কিসে রাখিবেক কুলে।
বালিবান্ধে কি করিবে নদীস্রোত জলে॥

পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের হস্তে এই ধরনের 'এপিগ্রাম' আরও মার্জিত রূপ-লাভ করিয়াছে।

কবি কাশীরাম ভক্তবংশের সন্তান; বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁহার গাঢ় নিষ্ঠা ছিল। যাবতীয় পুরাণ ও ভক্তিদর্শনেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তাই মহাভারতের বহু স্থলে কবির বৈষ্ণবভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

কারণ করণ কর্তা দেব গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর॥

ভারতবর্ষের জীবনদর্শন তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত ত্রিপদীতে চমৎকার ফুটিয়াছে:

অপূর্ব বিধির কর্ম কেবা তার বুঝে মর্ম
সৃজন পালন তাঁর হাত।
একবার হয় অংশ আরবার করে ধ্বংস
কর্মযোগে করে যাতায়াত॥

সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে চৈতন্যপ্রবর্তিত ভক্তিবাদ সমাজে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কাশীরামের রচনা হইতে তাহার ভূরি পরিমাণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালীতে স্থানে স্থানে বাঙালী সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যে প্রভাব পড়িয়াছে তাহাতে আর্ষ রামায়ণ কখনও কখনও বাঙালীর ঘরের কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাশীরাম প্রায় পুরামাত্রায় আর্ষরীতি অনুসরণ করিয়াছেন, সংক্ষেপে কাহিনী রচনা করিলেও

Scanned with CamScanner

তাঁহার ভাষা ও বর্ণনা ভঙ্গিমায় মূলের বেশ গাঢ় ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তবে দুই এক স্থলে তিনি বাঙালীর ঘরের কথাকে দু' একটি রেখার টানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে কলহ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের দুই সতীনের কলহ স্মরণ করাইয়া দেয়। সভাস্থলে দ্রৌপদীর সঙ্গে হিড়িম্বা আসন গ্রহণ করিলে রুষ্টা দ্রৌপদী সপত্নীসুলভ ঈর্ষা বশে হিড়িম্বাকে কটুভাষায় গালি দিলেন :

কৃষ্ণা বলে, নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয় যার যেই রীতি॥
কি আহার কি বিচার কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস তোর না জানি কারণ॥

তাহার উত্তরে হিড়িম্বাও দ্রৌপদীকে যথোপযুক্ত কথা শুনাইয়া দিলেন :

কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণাপ্রতি বলে॥
অকারণে পাঞ্চালি করিস অহঙ্কার।
পরে নিন্দা নাহি দেখ ছিদ্র আপনার॥

তারপর হিড়িম্বা পুত্র ঘটোৎকচের বিশেষ প্রশংসা করিলে কৃষ্ণা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পুত্রের করহ গর্ব খাও পুত্রমাথা।" এইরূপে দুই সতীনে যখন প্রায় কেশাকেশি বাধিবার উপক্রম হইল, তখন "আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বনাইল।" এ বর্ণনা কৌতুকরসসিক্ত বাস্তবজীবনকেই অনুসরণ করিয়াছে বলিয়া প্রশংসনীয়।

শিল্পাদর্শের বিচারে কাশীরামদাস মধ্যযুগীয় অনুবাদ-সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি বলিয়া উচিত মর্যাদা পাইবেন। একটু তৎসম শব্দসঙ্কুল হইলেও পরিমিত বাগ্‌বন্ধনের জন্য তাঁহার ভারতপাঁচালী কিঞ্চিৎ পরিমাণে মহাকাব্যের ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনারীতিও বিশেষ প্রশংসনীয়। "ভারতপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস"—এইরূপ গাঢ়রীতির শব্দ সন্নিবেশ বহু স্থলেই লক্ষ্য করা যাইবে। মাইকেল মধুসূদনের "লঙ্কার পঙ্কজ রবি" শব্দসংযোগ কাশীরামের অনুসরণ। কৃত্তিবাস নিছক পাঁচালী লিখিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, কাশীরাম পাঁচালীর ঢালা গ্রামীণ সুরের সঙ্গে সঙ্গে দুই-চারিটি তৎসম শব্দবহুল ধ্রুপদী তান লাগাইয়া মধ্যযুগীয় এলায়িত পয়ার-লাচাড়ী ছন্দের মধ্যেও একপ্রকার পৌরাণিক আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে

Scanned with CamScanner

পারিয়াছিলেন। অবশ্য কৃত্তিবাস যেমন দৃষ্টিভঙ্গী ও বাক্‌বিন্যাসে একপ্রকার নিজস্ব মৌলিকতার আমদানি করিয়াছিলেন, কাশীরামে ঠিক সেইরূপ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিমা ততটা সুলভ নহে। কবি পুরাণ-কথকতার ছাঁদ গ্রহণ করিলেও বৈয়াসকী আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরিহার না করিয়া তাহাতে কিছু কিছু প্রাচীন অলঙ্করণের মোড়ক দিয়া পাঁচালী কাব্যকে বিশালতর পট-ভূমিকায় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহাকে সৃষ্টিশীল ক্রিয়াবান প্রতিভা বলে, তাহা বোধহয় কৃত্তিবাসেই অধিকতর লক্ষ্য করা যায়। যাহা হউক, কাশীরাম চৈতন্য-পরবর্তীযুগে আবির্ভূত হইয়া মূল ব্যাস বা জৈমিনিকে সম্মুখে রাখিয়া সংক্ষেপে মহাভারতের যে চারিপর্বের ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন, এবং যাহাতে পরবর্তী কালের অন্যান্য কবিদের রচনা প্রক্ষিপ্ত হইয়া খণ্ড কাশীরামকে পূর্ণত্ব দিয়াছে, তাহাতে তাঁহার প্রতিভা বাঙালীর মনোজীবনকে গঠন করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। একথা অবশ্য সত্য যে, পূর্ববঙ্গে মধ্যযুগে মহাভারত রচনাকার হিসাবে সঞ্জয়-কবীন্দ্রাদির অধিক জনপ্রিয়তা ছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে, বিশেষত উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর ছাপাখানার যুগে কাশীরাম দাসের মহাভারত সারা বাংলাদেশেই বিপুল বিস্তারলাভ করিলে সঞ্জয় প্রভৃতি পূর্ববর্তী মহাভারতকারদের গ্রন্থ বিবর্ণ পুঁথিপত্রের মধ্যেই বন্দী হইয়া রহিল। স্বচ্ছন্দ সরল পয়ার-ত্রিপদীতে বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসের পটভূমিকায় পুরাণাশ্রয়ী সংস্কৃতির আলোকে বৈয়াসকী মহাভারতকে (মাত্র চারিপর্ব) বাংলা ভাষায় প্রচার করিয়া কাশীরাম কৃত্তিবাসের মতোই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

কাশীরামের নামে আরও পৃথক কয়খানা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—সত্যনারায়ণের পুঁথি, স্বপ্নপর্ব, নলপর্ব, নলোপাধ্যায়। এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর-রচনা কাশীরামের লেখনীপ্রসূত কিনা বলা দুষ্কর। বিখ্যাত কবির ভণিতায় নিজ নিজ কাব্য-কবিতা চালাইয়া কোন কোন স্বল্পপ্রতিভার কবি অমরত্ব লাভের সুলভ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রচনা প্রায়ই ছদ্মবেশী নিকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে আরও অনেক কবি মহাভারতের দুই-একপর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কিছু কিছু পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। চন্দনদাসের কিয়দংশ, বিশারদের বিরাট পর্ব, দ্বৈপায়ন দাসের কিয়দংশ [৫৮],

৫৮. কেহ কেহ ইঁহাকে কাশীরামের পুত্র বলিয়া মনে করেন। কারণ ইঁহার পুথির